শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

জন্ম : ইংরাজী ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯-এর ১১ চৈত্র, এখনকার বাংলাদেশের খুলনা শহরে। ছয় ভাই এক বোনের মধ্যে চতুর্থ সন্তান।

বাবা : ৺মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মা : ৺কিরণকুমারী দেবী।

শৈশব : শৈশবের প্রায় পুরোটাই কেটেছে খুলনায়। খুলনা শহর, খুলনা জিলা স্কুল, ভৈরব-রূপসা নদী, খেয়াঘাট, শহরতলী—তাঁর শৈশবের ক্রীড়াভূমি। তাঁর বহু গল্প, উপন্যাস, বিশেষত কিশোর-রচনায় খুলনা তাই প্রধান প্রেক্ষাপট। আমৃত্যু খুলনার শৈশবের স্মৃতি ছিল তাঁর প্রিয় টপিক।

পড়াশোনা : দশম শ্রেণি পর্যন্ত খুলনা জিলা স্কুল। দেশবিভাগের মুখে মুখে কয়েক মাসের জন্য পড়েন খুলনার বি. কে. হাইস্কুল-এ। দেশবিভাগের পর এই বঙ্গে এসে দত্তপুকুরের 'নিবাধই হাইস্কুল' থেকে ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কলকাতায় এসে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫০-এ ঐ কলেজ থেকে আই. এস. সি। ১৯৫১-তে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি. এস. সি.-তে ভর্তি হন আশুতোষ কলেজেই। ঐ বছরই আশুতোষ কলেজের এস. এফ. আই. ছাত্র সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি। স্কুল কোড বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেন এবং ছাত্র রাজনীতি করার অপরাধে ১৯৫১ সালেই কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। প্রায় তিন বছর পড়াশোনায় বিরতি এবং দু'বছরের জন্য এক কষ্টকর শ্রমজীবনের মুখোমুখি হন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে ১৯৫২ সালে বেলুড় ন্যাশনাল আয়রন এণ্ড স্টিল কোম্পানিতে (নিসকো) এ্যাসিস্ট্যান্ট স্মেলটার-এর কাজে যোগ দেন। টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে বেলুড় কারখানায় গিয়ে গনগনে ওপন হার্থ ফার্নেসের সামনে ডিউটি করতেন। ১৯৫৪-তে এই পর্বের পাট চুকিয়ে বি. এ. বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হন চারুচন্দ্র কলেজে। প্রলয় সেন, বিষ্ণু বসু এই কলেজে তখন তাঁর সহপাঠী। ১৯৫৬-তে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগ চালু হওয়ার প্রথম বছরেই ভর্তি হন। বিভাগীয় প্রধান কবি বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু পাঠ অসমাপ্ত থাকে, পরীক্ষা দেন না। তখন ঐ প্রথম ব্যাচে তাঁর সহপাঠী ছিলেন অমিয় দেব, নবনীতা দেবসেন, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিবাহ : ১৯৬০ সালের ২২ মে ইতি সান্যাল-এর সঙ্গে বিবাহ। দুই মেয়ে। বড়ো মেয়ে মল্লিকার জন্ম ১৯৬১ সালের ২ জুন। ছোট মেয়ে ললিতার জন্ম ১৯৬৫ সালের ২০ জুলাই।

কর্মজীবন : ১৯৫২ থেকে ১৯৫৩-এর শেষাশেষি বেলুড়ের ইস্পাত কারখানায়—নিসকো-তে এ্যাসিস্ট্যান্ট স্মেলটার। এক বছরের কিছু বেশি সময়, অনার্স গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর, শিক্ষকতা করেন সাহাপুর (চেতলা) মথুরানাথ বিদ্যাপীঠ-এ। সহকর্মী হিসেবে ঐ স্কুলে

পান বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়-কে। পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে ১৯৫৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সুপারিশে প্রুফ রিডারের পদে চাকরি নেন। কয়েক মাস বাদে তিনি প্রুফ রিডারের কাজ ভাল না লাগায় ইস্তফা দেন। সেটা ছিল আনন্দবাজারে প্রথম ইস্তফা। পরে লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ ১৯৬০ সালে 'সাব এডিটর'-এর চাকরি দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় পার্মানেন্ট স্টাফ হিসেবে নিয়ে যান। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৬—দীর্ঘ ষোল বছর আনন্দবাজার পত্রিকা সংবাদ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৬ সালে দ্বিতীয় দফার ইস্তফার সময় তিনি আনন্দবাজারে চিফ সাব এডিটর পদে উন্নীত হন। এরই মধ্যে আনন্দবাজার প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ভূমিলক্ষ্মী' সম্পাদনা করেন। 'বলরাম' এই ছদ্মনামে লিখতেন ভূমিলক্ষ্মীর পাতায়। লেখক-সত্তার পাশাপাশি শক্তিশালী বিশ্লেষণধর্মী সাংবাদিক পরিচিতিও প্রাধান্য পেতে থাকে। ১৯৭৬-এর শেষের দিকে এ্যাসোসিয়েট এডিটর পদে 'যুগান্তর'-এ যোগ দেন এবং 'অমৃত' সাপ্তাহিকের সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। পরে 'অমৃত'-র প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে ১৯৯০ পর্যন্ত 'যুগান্তর'-এর সংবাদ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। 'অমৃত' সম্পাদনার কয়েকটি বছর তরুণ প্রতিভার সন্ধানে তাঁর ভূমিকা বাংলা সহিত্যে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। 'বৈকুণ্ঠ পাঠক' এই ছদ্মনামের আড়ালে 'অমৃত'-র পাতায় সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কিত তাঁর মতামত আজও সমান মূল্যবান। দীর্ঘ তেরো-চোদ্দ বছর যুক্ত ছিলেন 'যুগান্তর'-এ। 'যুগান্তর'-এর পর ১৯৯১-এ যুক্ত হন 'আজকাল'-এ। আমৃত্যু সম্পর্ক অটুট ছিল 'আজকাল'-এর সঙ্গে।

আরেক জীবন : ঘুরতে ঘুরতে ১৯৬৪ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চম্পাহাটিতে জমি দেখতে যান। ১৯৬৫ সালের ১১ অক্টোবর থেকে বসবাস শুরু করেন চম্পাহাটিতে। তখন বড়ো মেয়ে মল্লিকা চার বছরের। ছোট মেয়ে ললিতা আড়াই মাসের। জমির মায়া, বাড়ি তৈরির মজা, জমি কেনাবেচার নেশায় মজে যান। ১৯৬৭ সালের ৯ জুলাই উল্টোরথের দিনে চম্পাহাটিতে নিজের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করে উঠে আসেন। ছিলেন ১৯৭১ পর্যন্ত। এই সাকুল্যে ছয়-সাত বছর তাঁর জীবনের এক বিস্ফোরণ-পর্ব। আনন্দবাজারে চাকরি, ডেলি প্যাসেঞ্জারি, নাইট ডিউটি সেরে ভোরের ট্রেনে ডাউন টু দ্য আর্থ মানুষদের সঙ্গে বাড়ি ফেরা, ভূমিহীন চাষীদের নিয়ে বড় করে চাষ, পুকুর কাটা, খাল কাটা, রাস্তা বানানো, রাস্তার ধারে ধারে গাছ লাগানো, কাটা মাটি দিয়ে ইট বানানো, সেই ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি, গোপালন, চাষীদের সঙ্গে অদম্য জীবনযাপন—সবই করেছেন এই চম্পাহাটি পর্বে। চেয়েছিলেন 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় স্টেডিয়াম' বানাতে। খালপাড়ের রাস্তা, অর্জুন-শিশু গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ, চলে গেছে তাঁর জাহাজ-সদৃশ বাড়ির দিকে, লোকে এখনো বলে—'শ্যামল বাঙালের রাস্তা'। এই চম্পাহাটি পর্বেই লেখা বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী সব লেখা—কুবেরের বিষয় আশয়, ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, স্বর্গের আগের স্টেশন, চন্দনেশ্বর জংশন উপন্যাস আর চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়, দখল, যুদ্ধ, পরী, বোকা ডাক্তারের দুই রুগী, হাজরা নস্করের যাত্রাসঙ্গী, নৃপেনদের বাড়ি, গতজন্মের রাস্তা, রাখাল কড়াই-র মতো

অন্তত তিরিশটি গল্প। কুবেরের বিষয় আশয় ছাড়া উপরিউক্ত তিনটি উপন্যাস কলকাতায় ফিরে তখনকার ভাড়াবাড়ি ৫০/১, প্রতাপাদিত্য রোডে থাকাকালীন লেখা।

প্রথম প্রকাশ : প্রথম প্রকাশিত গল্প 'চর'। প্রকাশিত হয় 'অগ্রণী'-তে ১৯৫৩ সালে। এই গল্প পড়ে শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বাড়িতে ডেকে পাঠান এবং নিজ হাতে গল্পের বিভিন্ন অংশ সংশোধন করে দেন, যা লেখক বিভিন্ন প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধ স্বীকার করেছেন—গল্পলেখার প্রথম পাঠ।

প্রথম উপন্যাস 'বৃহন্নলা' সরাসরি বই হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। পরে লেখক এর নাম বদলিয়ে দেন 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' ১৯৭৭ সালে।

গ্রন্থসংখ্যা : উপন্যাস-গ্রন্থ, গল্পগ্রন্থ ইত্যাদি মিলিয়ে ১২০-টির মতো।

পুরস্কার : 'শাহজাদা দারাশুকো' (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড) উপন্যাসের জন্য ১৯৯৩ সালে পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। এছাড়া বিভিন্ন উপন্যাস বা মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য পেয়েছেন ভুয়ালকা পুরস্কার, শিরোমণি পুরস্কার, কথা পুরস্কার, মতিলাল পুরস্কার, বিভূতিভূষণ পুরস্কার, তারাশঙ্কর পুরস্কার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র পুরস্কার, শরৎস্মৃতি পুরস্কার।

মৃত্যু : ইংরাজী ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১, বঙ্গাব্দ ১৪০৮-এর ৮ আশ্বিন, বেলা ১২টা ৭মিনিটে উত্তর কলকাতা সিঁথির সরযূ নার্সিং হোমে মস্তিষ্কে ক্যান্সারজনিত অসুস্থতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জীবনপঞ্জি নির্মাণে তথ্যসংগ্রহে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়-এর ভাই সাংবাদিক তরুণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং গল্পকার কিন্নর রায়-এর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

সংকলক : সমীর চট্টোপাধ্যায়।